দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

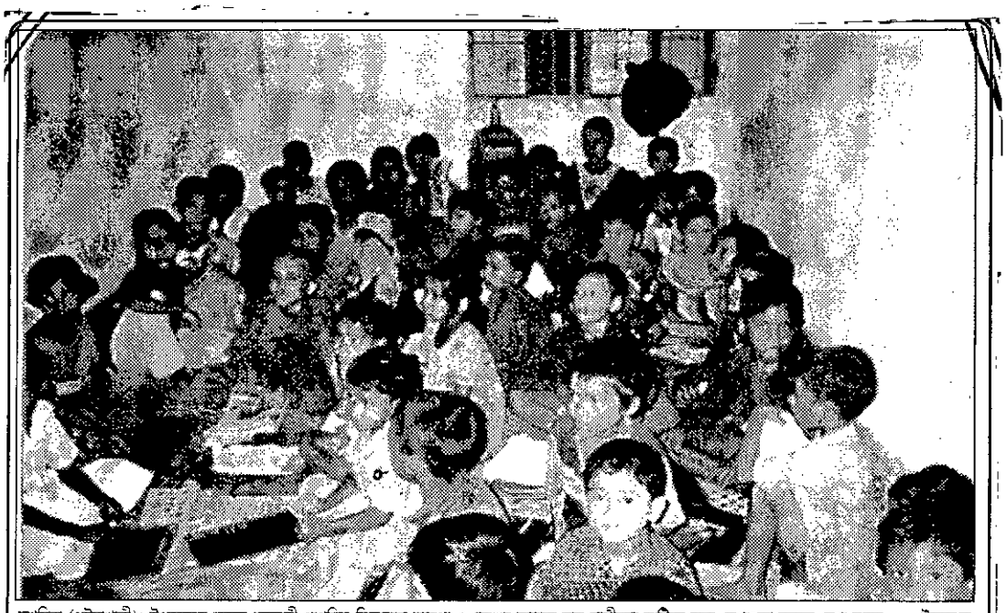

দশমিনা (পটুয়াখালী)ঃ উপজেলার মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জায়গা ও বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসে লেখাপড়া করতে দেখা যাচ্ছে - ইত্তেফাক

এক নাম প্রাঃ বিদ্যালয়?

কেউ করেনা কেয়ার
নেই বেঞ্চ-টেবিল চেয়ার

দশমিনা (পটুয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা ॥ দশমিনা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থা। উপজেলা সদরে একটি মাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউ,আর,সি) নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন ২টি ক্লাস রুম দখল করে ইউ, আর, সি-র প্রশিক্ষণ চলে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীর কক্ষের সংকুলান হয় না। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাতেম মিয়া জানান, এত্র এলাকায় সবচেয়ে পুরানো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এটি; অথচ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি বৃষ্টি হলেই পানিতে ডুবে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে ৫শত ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়া করে। অথচ শিক্ষক আছে মাত্র ৮ জন। এখানে কম হলেও ১২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গা ও বেঞ্চ নেই। চেয়ার-টেবিল বেঞ্চ যা কিছু আছে তার অধিকাংশই ভাঙ্গাচোরা ও জোড়াতালি দেয়া। সরোজমিনে দেখা গেছে, পুরানো, জরাজীর্ণ স্কুল ঘর দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। এ ধরনের ৩টি স্কুল ঘর আছে। ২টিতে আদৌ ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়ার উপযোগী নয়। ঘর ২টিতে কোন মজবুত খুঁটি ও জানালা দরজা নেই। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা জায়গার অভাবে গাদাগাদি করে মাটিতে বসে লেখাপড়া করছে।